অপর মামলা নং-১১৬৭ /২০২১

Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বৃহসপতিবার the ৩১ day of মে , ২০২২

Other Suit No. ১১৬৭ / ২০২১

আব্দুল মালেক গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

সিরাজুল ইসলাম খান গং Defendant (s)/ Opposite Parties

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ. ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

This suit/ case coming on for final hearing on ১৪/১১/২০১৭ খ্রিঃ, ০২/০১/২০১৮ খ্রিঃ, ১৩/০১/২০২০ খ্রিঃ, ২৮/০১/২০২০ খ্রিঃ; ও ১৩/০২/২০২০ খ্রিঃ; ১৮/১০/২০২০ খ্রিঃ; ০১/১২/২০২০ খ্রিঃ ; ১৭/০১/২০২১ খ্রিঃ ;০৮/০২/২০২১ খ্রিঃ ; ১০/১১/২০২১ খ্রিঃ ও ২১/০৩/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব অজিত কুমার দে Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মিন্টু আচার্য্য (রঞ্জন) Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্বত্ব সাব্যস্তক্রমে দখল উদ্ধারের ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

(১) বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন এরশাদ আলী, ছেওর আহমেদ, ফজল করিম, বজল আহমেদ, মোঃ নাজেম ও মিশ্রিজান। তাহাদের নাম আর এস ৪১৬৮ নং খতিয়ানে মন্তব্য কলামে শুদ্ধরুপে প্রচারিত আছে। এরশাদ আলীর লোকান্তরে পুত্র মোঃ হোসেন প্রকাশ কালা মিয়া ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। পরবর্তীতে তাহার ওয়ারীশবিহীন মৃত্যুতে যাবতীয় স্বত্ব তাহার চাচা ছেওর আহম্মদ প্রাপ্ত হয়। আর এস রেকর্ডী ফজল আহমেদ ও বজল আহমেদ মারা গেলে তৎ ভ্রাতা নাজেম স্বত্ব লাভ করে।

(২) মোঃ নাজেম নালিশী ১১৭৮৫ দাগ আন্দরে ৬ শতক সহ অপরাপর ভূমি ২৭/০৫/১৯৪৬ ইং তারিখে কবলামূলে ছালেহ আহমদ বরাবর বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে মোঃ নাজেম এর মৃত্যুতে তাহার ওয়ারীশগণ উক্ত ৬ শতক সহ অন্যান্য জমি ১৩/০৮/১৯৯১ ইং তারিখে ৪২৬৬ নং কবলা মূলে বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। সেই থেকে ১ নং বাদী উক্ত জমিতে মাটি ভরাট করিয়া ভোগ দখলে আছেন। নালিশী আর এস ১১৭৮৫ দাগের বাদবাকি জমিতে ২-১১ নং বাদীগণ ভোগ দখলে আছেন। নালিশী দাগভূমি রাস্তা সংলগ্ন হওয়ায় এবং উহার মূল্য বৃদ্ধিতে সেখানকার স্থানীয় ভূমিদস্যুদের নজরে আসে। তাহার উক্ত জমি বাদীগনের নিকট খরিদের প্রস্তাব করিলে বাদীগণ তাতে অসম্মতি জানান। অতপর তাহার নালিশী জমি নীলাম খরিদ করিয়াছে মর্মে প্রকাশ করে। স্থানীয় শালিসে তারা যে বয়নামা উপস্থাপন করে তাহা শিকলবাহা মৌজার ৩০৫ নং জোতের। কিন্তু তফসিলী সম্পত্তি কখনো ৩০৫ নং জোতভূমি ছিল না। নালিশী সম্পত্তি আর এস মালিক সমর কুমার নাথ গং এর মালিকানাধীন ৪২৬৮ নং খতিয়ানের অধস্থে রায়তী সম্পত্তি ছিল। বিবাদীগণ উক্ত ভুয়া দলিল দ্বারা জমি দখলে ব্যর্থ হয়ে গত ১৫/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে নালিশী সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল নেয়। উক্ত বিষয়ে বাদীগণ থানায় দরখাস্ত করেন। থানায় প্রতিকার না পেয়ে বাদীগণ অত্র মামলা দায়ের করেন।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

(৩) **অন্যদিকে, বাদীপক্ষের মোকদ্দমাকে অস্বীকারপূর্বক ১ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ১ নং বিবাদীপক্ষের মূল বক্তব্য এই যে,**

নালিশী আর এস খতিয়ানের রায়তগন খাজনা বকেয়া রাখায় পটিয়া খাস মহাল উক্ত রায়তগনের বিরুদ্ধে ১৯৫২-৫৩ সনে সার্টিফিকেট কেস নং $\frac{511}{B}$ আরম্ভ করিলে নীলামে উক্ত খতিয়ানে সমুদয় ৩৭ শতক সম্পত্তি ছালেহ আহমদ ০৭/০৫/১৯৫৪ তারিখে নীলাম খরিদ করেন। নীলাম সংক্রান্ত দলিলের ৩য় পৃষ্ঠায় জোত নম্বর ৩০৫ এবং আর এস ৪২৬৮ এর সম্পূর্ন ৩৭ শতক নিলামের বিষয় উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে ছালেহ আহমদ সেল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। উক্ত নীলাম খরিদ্দার ছালেহ আহমদ দখল দেওয়ানী লাভের পূর্বেই ১০/০২/১৯৫৫ তারিখে ৪৯৭ নং কবলা মূলে আব্দুল শুক্কুর এর নিকট হস্তান্তর করেন। উক্ত আব্দুল শুক্কুর $\frac{34}{A}$ ৫৫-৫৬ মিস ভি.পি মূলে ১২/০২/১৯৫৬ তারিখে দখল দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। উক্ত ভি.পি মামলায় ১৩/০৩/৫৬ তারিখে পূর্ণ সন্তুষ্টিতে নিষ্পত্তি হয়।

(৪) উক্ত আব্দুল শুক্কুর বিগত ৭/৮/১৯৫৬ ইং তারিখে ৪৬৭৩ নং দলিলমূলে উক্ত ৩৭ শতক ভূমি আব্দুল ছোবহান এর নিকট হস্তান্তর করেন। আবদুল ছোবহান নালিশী ১১৭৮৫ দাগের ১১ শতক ভূমি ১৫/১০/৬৮ তারিখে মোহাঃ সালেহ এর নিকট হস্তান্তর করেন। উক্ত মোঃ ছালেহ নালিশী উক্ত ১১ শতক সহ বেনালিশী সম্পত্তি বিগত ১৫/১২/১৯৮৪ ইং তারিখে ২১৭৭৬ নং দং মূলে ১ নং বিবাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। উক্ত নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান ভুল হলে, ১ নং বিবাদী বি এস খতিয়ান ভুল

ঘোষনা চেয়ে অপর ৩৭৪/২০০৮ মোকদ্দমা দায়ের করেন । উক্ত মামলায় বি এস রেকর্ডী আবদুছ ছোবহান এর ওয়ারীশগণ সোলেনামা প্রদান করিলে মামলাটি ০৯/০৩/২০১৪ তারিখে সোলেসূত্রে ডিক্রী হয়। ১ নং বিবাদী নালিশী ভুমিতে মাটি ভরাট করে তথায় টিন ও বাঁশের বেড়া বেষ্ঠিত ৪ টি দোকানঘর নির্মান করেন। ১ নং বিবাদীর নামে বি এস নামজারি খতিয়ান নং- ১০০২৯ সৃজিত হয়। ১ নং বিবাদীর আম-মোক্তার নুরুল আলম ১ নং বিবাদীপক্ষে নালিশী ভুমি শাসন সংরক্ষন করছেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারামতে ১ নং বাদীর দায়েরকৃত মিস ১০৬৬/২০১২ মামলার পুলিশ প্রতিবেদনে ১ নং বিবাদীর দখল আছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। নীলাম সংক্রান্ত দলিলের মূল কপি হারিয়ে যাওয়ায় আসল দলিলসমূহ দাখিল করা সম্ভব হয়নি। সার্টিফিকেট নীলাম দ্বারা আর এস রেকর্ডীগনের স্বত্ব স্বার্থ বিলুপ্ত হয়েছে বিধায় বাদীগণ আর এস রেকর্ডীর ওয়ারীশ হিসাবে কোন স্বত্ব দাবি করার সুযোগ নেই। আর এস রেকর্ডী আবদুল ছোবহান নীলাম খরিদ্দার আবদুল শুক্কুর হতে তফসিলী ভুমি খরিদ করায় বাদীর মামলায় সাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারামতে বারিত হবে। বাদীর নামে বি এস খতিয়ান প্রচার না থাকা প্রমান করে বাদীগণ বহু পূর্ব হতে নালিশী জমিতে ভোগদখলে নেই। বাদী আরজিতে ১৩/১২/২০১২ তারিখে বেদখল করিয়াছে মর্মে বলিলেও ১৯/০৪/২০১২ তারিখের পুলিশ প্রতিবেদনে বাদীগনের দখল না থাকা মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। বাদীপক্ষের মামলা মিথ্যা ও হয়রানীমূলক বিধায় অত্র মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজ হবে।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ. ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

<u>বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ</u>

(৫) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষয়সমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?

৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি বাবদ ১৯৫২-১৯৫৩ সনের $\frac{511}{B}$ নম্বর সার্টিফিকেট মামলার কথিত নিলাম বে-আইনী, মিথ্যা ও অকার্যকরী কিনা ?

৭) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি বাবদ গত ২৯/১২/১৯৭৬ ইং তারিখের ৬৬৬০ নম্বর দলিল ভুয়া, জাল ও যোগসাজশপূর্ণ কি না ?

৮) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত ১০/০২/১৯৫৫ ইং তারিখের ৪৯৭ নং কবলা; ০৭/০৮/১৯৫৬ ইং তারিখের ৪৬৭৩ নং কবলা; ১৫/১০/১৯৬৮ তারিখের ৫৫৪২ নং কবলা;

অপর মামলা নং-১১৬৭ /২০২১

১৫/১২/১৯৮৪ ইং তারিখের ২১৭৭৬ নং কবলা এবং বি এস ৩৪৫ নং খতিয়ান ও বি এস নামজারি ১০০২৯ নং খতিয়ান বে-আইনী ও অকার্যকর কিনা?

৯) পটিয়া ১ম সহকারী জজ আদালতে অপর ৩৭৪/২০০৮ মামলার ০৯/০৩/২০১৪ তারিখের সোলে ডিক্রী যোগসাজসী, বে-আইনী ও অকার্যকর কিনা ?

১০) বিগত ১৩/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ কর্তৃক বাদীপক্ষ কে নালিশী জমি হতে বেদখল করা হয়েছে কিনা ?

১১) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

(৬) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষে ১ নং বাদী আব্দুল মালেক P.W.1 এবং মোঃ হাসান উদ্দিন P.W.2 হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। P.W.1 এর সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। সিকলবাহা মৌজার আর এস ৪২৬৮ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ১
২। সিকলবাহা মৌজার বি এস ৩৪৫ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ২
৩। ৪২৬৬/৯১ ও ২৭১/২০১৩ নং দলিলের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ৩/ক, ৩/খ
৪। $\frac{511}{B}$ /১৯৫২-৫৩ নং মামলার আদেশের সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী ৪

(৭) অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ নুরুল আলম (D.W.1) ও মোঃ লোকমান (D.W.2) । সাক্ষ্যগ্রহনকালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। সিকলবাহা মৌজার আর এস ৪২৬৮ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ক
২। সিকলবাহা মৌজার বি এস ৩৪৫ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী-খ/১
৩। নামজারি ১০০২৯ নং খতিয়ানের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী- খ/২
৪। ভাড়ানামা ৪ টি	প্রদর্শনী- গ সিরিজ
৫। বিদ্যুৎবিল ৯ পাতা	প্রদর্শনী- ঘ সিরিজ
৬। ৫৫৪২/৬৮ নং কবলার আসল কপি	প্রদর্শনী- ঙ
৭। ৪৯৭/৫৫ নং কবলার জাবেদা নকল	প্রদর্শনী- চ

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ. ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

অপর মামলা নং-১১৬৭ /২০২১

৮। ৪৬৭৩/৫৬ নং কবলার সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী - ছ
৯। ২১৭৭৬/৮৪ নং দলিলের সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী - জ
১০। ৫৩৪৯/১১ নং দলিলের সহিমুহুরী নকল	প্রদর্শনী ঝ
১১। ১০৬৬/২০১২ নং মিস মামলার আদেশের কপি	প্রদর্শনী- ঞ সিরিজ
১২। $\frac{511}{B}$ /১৯৫২-৫৩ নং সার্টিফিকেট মামলা ও $\frac{34}{A}$ /৫৫-৫৬ নং জারি মামলার আদেশ, বয়নামা, ও দখল দেওয়ানী এর জাবেদা নকল	প্রদর্শনী- ট সিরিজ
১৩। আর এস ৩০৫ নং খতিয়ানের ফটোকপি	প্রদর্শনী-ঠ
১৪। অপর ৩৭৪/০৮ নং মামলার রায়	প্রদর্শনী-ড
১৫। অপর ৩৭৪/০৮ নং মামলার সোলেডিক্রী	প্রদর্শনী-ঢ

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ. ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

(৮) বাদীপক্ষের সাক্ষী **আব্দুল মালেক (P.W.1)** এর জবানবন্দির মূল বক্তব্য এই যে, তিনি মামলার ১ নং বাদী। অপরাপর বাদীপক্ষে তিনি জবানবন্দি প্রদান করছেন। নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক এরশাদ আলী গং ছিলেন। তাদের নামে আর এস ৪২৬৮ খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। এরশাদ আলীর লোকান্তরে এক পুত্র মোঃ হোসেন @ কালামিয়া ওয়ারীশ থাকে। মোঃ হোসেন নিঃসন্তান মারা গেলে চাচা ছেওর আহম্মদ ত্যজ্যবিত্তে মালিক হয়। আর এস রেকডী ফজল করিম ও বজল আহমদ নিঃসন্তান মারা গেলে তৎস্বত্ব ভ্রাতা নাজেম প্রাপ্ত হয়। নাজেম তৎস্বত্ব হাজী আব্দুল মজিদ বরাবর হস্তান্তর করেন। আর এস রেকডী মিশ্রি জানা মরনে এক পুত্র ছেউর আহম্মদ ওয়ারীশ থাকে। আর এস রেকডী আঃ ছোবহান গং তাদের দখলীয় ভুমি থেকে ১১৭০৪ দাগের ভুমি তাদের ভাই আলী আকবরের নিকট বিক্রয় করেন। আলী আকবরের নামে বি এস ১৫৩৮০ নং খতিয়ান লিপিবদ্ধ হয়। আর এস রেকডী হাফেজ উল্লাহর পুত্র মোঃ নাজেম পৈত্রিক সম্পত্তি সহ অপরাপর ভুমিতে দখলে থাকাবস্থায় নালিশী ১৩৭৮৫ দাগে ৬ শতক ভুমি ২৭/০৫/১৯৪৬ তারিখে কবলা মূলে ছালেহ আহমদের নিকট বিক্রয় করেন। ছালেহ আহমদ মারা গেলে তৎ ওয়ারীশগণ উক্ত ৬ শতক ভুমি ১০/০৮/১৯৯১ ই তারিখে ৪২৬৬ নং দলিলমূলে বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন।

(৯) P.W.1 তার জবানবন্দিতে আরো উল্লেখ করেন যে, নালিশী আর এস ১১৭৮৫ দাগের বাদবাকি ভুমি ছেওর আহমদের ওয়ারীশ ২-১১ নং বাদীগণ ভোদ দখল করিতেছে। নালিশী ভুমির বর্তমানে দর বৃদ্ধি পাওয়ায় বিবাদীগণ উক্ত ভুমি নিলামে খরিদ করেছে মর্মে দাবি করেন। পরে শালিসে ভুয়া বয়নামা ও দখল দেওয়ানী দেখায় যা সিকলবাহা মৌজার ৩০৫ নং জোত ভুমি সংক্রান্ত হয়। তাতে কোন দাগ খতিয়ানের উল্লেখ নেই। নালিশী ভুমি ৪২৬৮ নং খতিয়ান ভুমি। বিগত ১৫/১২/২০১২ ইং তারিখে বিবাদীগণ নালিশী

ভূমি জোর করে দখল করে নেয়। বাদীগণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে প্রথমে থানার আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীতে অত্র মামলা দায়ের করে। নালিশী ভূমিতে বিবাদীগনের কোন স্বত্ব বা স্বার্থ নেই। এই সাক্ষী আরো দাবি করেন যে, বিবাদীদের দাখিলীয় ১০/০৫/১৯৫৫ , ০৭/০৮/১৯৫৬ ইং , ১৫/০১/১৯৬৮ ইং ও ১৫/১২/১৯৮৪ ইং তারিখের কবলাগুলো ও বি এস ৩৪৫ নং খতিয়ান ও ১০০২৯ নং নামজারি খতিয়ান অকার্যকরী দলিল হয়। অপর ৩৭৪/২০০৮ নং মামলার সোলেডিক্রী যোগসাজসী যাতে তিনি পক্ষ নন। তিনি ডিক্রীর প্রার্থনা করেন। নালিশী সম্পত্তি নিলাম হয়েছিল এবং তিনি মালিক নন মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

(১০) P.W.1 তার জেরাতে উল্লেখ করেন যে, তিনি ১১৭৮৫ দাগে ১১ শতক জমি দাবি করেন। তিনি আর এস রেকর্ডী নাজেম ফজল ও ছেউর আহমদ এর অংশ দাবি করেন। তারা মৌরশী সূত্রে পেয়েছে। নালিশী জমি নিয়ে সার্টিফিকেট মামলা বিষয়ে তিনি জানেন না। সার্টিফিকেট মামলার সাথে নালিশী সম্পত্তির জমির মিল নাই। বয়নামা ও দখল দেওয়ানী দেখেছেন, সেখানে নালিশী দাগ নেই। বয়নামা ও দখল দেওয়ানীতে ৩৭ শতক লেখা আছে সত্য। নিলাম খরিদ্দার ছালেহ আহমদ কিনা জানেন না। সত্য নয় ছালেহ আহমদ ১২/০২/১৯৫৬ তারিখে দখল পান। ছালেহ আহমদ নালিশী ভূমি ১৯৫৫ সনে প্রথমে আব্দুশ শুক্কুর এবং পরবর্তীতে সে আঃ ছোবহান কে বিক্রির বিষয় তিনি জানেন না। আঃ ছোবহান ১১ শতক ভূমি মোঃ ছালেহ বরাবর বিক্রি করে কিনা তিনি জানেন না। মোঃ ছালেহ এর নামে দখলমতে বি এস জরিপ হওয়া সঠিক নহে। মোঃ ছালেহ নালিশী জমি সিরাজুল ইসলামের নিকট বিক্রি করে সত্য। সিরাজুল জোর করে ৪ টি দোকানঘর নির্মান করে। সত্য নয় ১৯৮৪ সনে সিরাজুল দখল পেয়েছিল। ১ নং বিবাদী মোঃ ছালেহ ও আমার অংশ মিলে ১১ শতক জোর করে দখল করে আছে।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

(১১) P.W.1 তার জেরাতে আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি ১৪৫ ধারায় মামলা করেছেন। তার সেই মামলা খারিজ হয় কিনা জানেন না। পুলিশ প্রতিবেদনে সিরাজুল হক অনেক আগ থেকে দখলে আছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা তিনি জানেন না। বিবাদী সিরাজুল ২০/২৫ জন লোক নিয়ে ১৫/১২/২০১২ ইং তারিখ সকাল ১১.০০ টায় নালিশী সম্পত্তি দখল করে। নালিশী জমি আগে ধানী জমি ছিল। এখন ভরাট করা হয়েছে। নালিশী ৫ গন্ডার উত্তরে- আব্দুল হকের ঘর, দক্ষিনে- আলী আহমদেও ঘর, পূর্বে- খলিল মুন্সি সড়ক, পশ্চিমে-আব্দুল হাকিমের পুত্রদেও পুকুর। ১৫/১২/২০১২ তারিখে কোন বেদখলের ঘটনা ঘটেনি মর্মে সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন।

(১২) P.W.2 মোঃ হাসান উদ্দিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বাদী বিবাদী ও নালিশী সম্পত্তি চেনেন। নালিশী সম্পত্তি সাড়ে ৫ গন্ডা নাল ভূমি। ১৫/১২/২০১২ ইং তারিখ সকাল ১১/১২ টার দিকে আব্দুল মালেক কে বেদখল করে। বালু দিয়ে ভরাট করে ও চারদিকে ওয়াল দিয়ে বেদখল করে। একদিকে রাস্তার পাশে বাঁশের বেড়া ও টিন দিয়ে ০৪ টা দোকানঘর তৈরী করেছে। আবদুল মালেক ধান চাষ করত।

অপর মামলা নং-১১৬৭ /২০২১

জেরাতে তিনি বলেন, সত্য নয় সিরাজুল ইসলাম তার জন্মের আগ থেকে নালিশী সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছে। ২০১২ সালের আগে ১০/১৫ বছর সিরাজুল হক দখলে ছিল। তিনি আন্দাজে বলেন যে, সিরাজুল হক সাড়ে ৫ গন্ডার অর্ধেক এবং আব্দুল মালেক অর্ধেক অংশে দখলে ছিল। আব্দুল মালেক কে প্রায় ০৮ বছর আগে বেদখল করে। সত্য নয় ১৫/১২/২০১২ তারিখে বাদীকে বেদখলের কোন ঘটনা ঘটেনি।

(১৩) বিবাদীপক্ষে **মোঃ নুরুল আলম D.W.1** তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ১ নং বিবাদীর আম-মোক্তার। তিনি প্যারালইজড তার চাচাতো ভাই। তিনি ১ নং বিবাদীপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। নালিশী সম্পত্তির মালিকদের স্বত্ব ১৯৫২-৫৩ সনে নিলাম হয়। ছালেহ আহমদ নীলাম খরিদ করেন। ছালেহ আহমদ ১৯৫৫ সনে আব্দুর শুক্কুর কে বিক্রি করেন। আব্দুল শুক্কুর নালিশী জমির দখল পাওয়ার পর জারি মামলা করেন ও দখল পান। আব্দুল শুক্কুর বিক্রি করেন ১৯৫৬ সনে আবদুস ছোবহান কে।আবদুস ছোবহান ১৯৬৮ সনে মোহাম্মদ ছালেহ এর নিকট বিক্রি করেন। মোহাম্মদ ছালেহ ১ নং বিবাদীর নিকট ১৯৮৪ সনে বিক্রি করেন। ১ নং বিবাদী ১১ শতক খরিদ করেন। নালিশী জমিতে ১ নং বিবাদীর ৪ টি দোকানঘর আছে। জামাল ও কামাল নামে দুজন কে ভাড়া দিয়ে দখলে আছে।

(১৪) **D.W.1** তার জবানবন্দিতে আরো বলেন যে, বি.এস খতিয়ান ভুল হওয়ায় অপর ৩৭৪/২০০৮ মামলা করেছিলেন। তা ডিক্রী হয়। ১ নং বাদী ১০৬৬/২০১২ নং মামলা দায়ের করলে তদন্তে তাদের দখল প্রমাণিত হয়। যার ফলে মামলাটি খারিজ হয়। আর এস রেকডী আব্দুস সোবহান নীলাম স্বীকারে আবদুস শুক্কুর হতে নালিশী জমি খরিদ করেন। তিনি বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি প্রদত্ত “ নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষ দখল করে; আর এস রেকডীয় মালিক এর ওয়ারীশ হিসাবে নালিশী সম্পত্তিতে মালিক হওয়া ; মোঃ নাজেম ২৯৪৫/৪৬ নং দলিলমূলে ছালেহ আহমদ এর নিকট বিক্রি করা; ছালেহ আহমদ এর ওয়ারীশগনের দখলে থাকা; আর এস রেকর্ডীর ওয়ারীশ মোঃ কাসেম গং ৪২৬৬/৯১ নং কবলামূলে বাদীগণ কে বিক্রয় পূর্বক দখল প্রদান করে এবং ১৩/১২/২০১২ তারিখে বাদীগণকে বেদখল করেছে” মর্মে সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

(১৫) **D.W.1** তার জেরাতে বলেন যে, ১ নং বিবাদীর বাড়ি দৌলতপুর। তার বাড়ি ও নালিশী জমি শিকলবাহাতে। ১ নং বিবাদী তার পিতার খালাতো ভাইয়ের পুত্র। ১ নং বিবাদী ৩০৫ নং জোত খতিয়ানের ফটোকপি দাখিল করেছে সত্য। যা প্রদর্শনী-ঠ। নালিশী ৪২৬৮ নং খতিয়ান রায়তি খতিয়ান যার জে এল নম্বর ৮ সত্য। তাহার নিলাম ভিন্ন মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। সত্য নয় ৪২৬৮ নং খতিয়ানে ৩০৫ জোত নম্বর নেই। বাদীর বয়নামার সাথে বিবাদীর বয়নামার মিল নেই- সত্য নয়। সত্য নয় যে ১৫/১২/২০১২ তারিখে বিবাদী বাদীকে নালিশী ১১ শতক ভুমি হতে বেদখল করে। সত্য নয় নালিশী জমি কখনো নিলাম হয়নি এবং তাহার দাখিলী সকল দলিল ও রায় ডিক্রী অকার্যকরী দলিল।

D.W.2 মোঃ লোকমান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বাদী বিবাদী ও নালিশী সম্পত্তি চেনেন। নালিশী সম্পত্তি নাল জমি । ১১ শতক ।বর্তমানে ভিটি ৪ টি দোকান আছে। নালিশী সম্পত্তি বিবাদী সিরাজুল ইসলাম ভোগদখল করেন। ৩৫/৪০ বছর যাবত দখল করিতেছেন। তার আগে সালেহ করতো। নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের কোন দখল নেই।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ. ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

বাদীপক্ষ D.W.2 কে জেরা করেন। জেরাতে নালিশী জমি ১২/১৩ বছর আগে নাল হতে ভিটি হয়েছে। তিনি নালিশী সম্পত্তিতে সিরাজুল ইসলামের কোন দখল ছিল না এবং ২০১২ সালে বিবাদী সিরাজ বাদীগণকে বেদখল করেছে মর্মে সাজেশন অস্বীকার করেন।

<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ</u>

(১৬) **<u>বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ</u>**

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ. ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

(১৭) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, ১ নং বাদী নালিশী সম্পত্তি আর এস রেকডীয় মূল মালিক এর জের ওয়ারীশদের নিকট হতে ১৩/০৮/১৯৯১ ইং তারিখে খরিদ সূত্রে মালিক হয়ে তফসিলী ভুমিতে মাটি ভরাটে ভোগ দখলকার ছিলেন । অপর দিকে বিবাদীপক্ষ দাবি করেছে যে নালিশী সম্পত্তির পূর্বতন আর এস রেকর্ডীয় মালিকদের স্বত্ব নীলাম সুত্রে নিঃশেষ হয়েছিল। ১ নং বিবাদী উক্ত সম্পত্তি নীলাম পরবর্তী খরিদ্দারের নিকট হতে ১৫/১২/১৯৮৪ ইং তারিখে খরিদ করে তাহার নামে নামজারি খতিয়ান সৃজনে দোকানগৃহ নির্মাণে ভোগদখলে আছেন। বাদীপক্ষ বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে গত ১৫/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে নালিশী সম্পত্তি হতে জোরপূর্বক বেদখলের অভিযোগ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে বিগত ১৫/১২/২০১২ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ১০/০২/২০১৩ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি

দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

(১৮) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ</u>

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

(১৯) **<u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৫, ৬,৭,৮,৯ ঃ</u>**

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ? "

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি বাবদ ১৯৫২-১৯৫৩ সনের $\frac{511}{B}$ নম্বর সার্টিফিকেট মামলার কথিত নিলাম বে-আইনী, মিথ্যা ও অকার্যকরী কিনা ? "

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি বাবদ গত ২৯/১২/১৯৭৬ ইং তারিখের ৬৬৬০ নম্বর দলিল ভুয়া, জাল ও যোগসাজশপূর্ণ কি না ? "

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত ১০/০২/১৯৫৫ ইং তারিখের ৪৯৭ নং কবলা; ০৭/০৮/১৯৫৬ ইং তারিখের ৪৬৭৩ নং কবলা; ১৫/১০/১৯৬৮ তারিখের ৫৫৪২ নং কবলা; ১৫/১২/১৯৮৪ ইং তারিখের ২১৭৭৬ নং কবলা এবং বি এস ৩৪৫ নং খতিয়ান ও বি এস নামজারি ১০০২৯ নং খতিয়ান বে-আইনী ও অকার্যকর কিনা? "

" পটিয়া ১ম সহকারী জজ আদালতে অপর ৩৭৪/২০০৮ মামলার ০৯/০৩/২০১৪ তারিখের সোলে ডিক্রী যোগসাজসী, বে-আইনী ও অকার্যকর কিনা ? "

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ. ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

(২০) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে নেওয়া হলো।

সাক্ষ্য আইনের ১০১ ধারার বিধান মতে বাদীপক্ষকেই তার মামলা প্রমান করতে হবে । Moinab Bibi and Others vs Abdur Rashid Mridha &Others 3 BLC মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত এসেছে যে " The burden lies on the plaintiff to prove his case and he must succeed on his own strength only and not at the weakness of the adversary" এখন দেখা যাক বাদীপক্ষ বিচার্য বিষয়গুলো কতুটুক প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে।

(২১) প্রদর্শনী-১, আর এস ৪২৬৮ খতিয়ান দৃষ্টে, নালিশী আর এস ১১৭৮৫ নং দাগের ১১ শতক ভূমি এরশাদ আলী, ছেওর আহমেদ, ফজল করিম, বজল আহমেদ, মহম্মদ নাজেম ও মিশ্রিজান গং দের নামে রেকর্ড হয়। বাদীপক্ষের দাবিমতে, আর এস রেকর্ডীয় মালিক এরশাদ আলীর মৃত্যুতে পুত্র মোঃ হোসেন প্রকাশ কালা মিয়া ওয়ারীশ হয় এবং উক্ত কালা মিয়ার ওয়ারীশবিহীন মৃত্যুতে যাবতীয় স্বত্ব তাহার চাচা ছেওর আহম্মদ প্রাপ্ত হয়। একইভাবে আর এস রেকর্ডী ফজল আহমেদ ও বজল আহমেদ মারা গেলে তৎ ভ্রাতা নাজেম তাহাদের স্বত্ব লাভ করে।

(২২) বাদীপক্ষের দাখিলী কবলা প্রদর্শনী- ৩(ক) এর গর্ভে প্রকাশ মতে, আর এস রেকর্ডী মোঃ নাজেম নালিশী ১১৭৮৫ দাগের আন্দরে ৬ শতক ভূমি সহ অন্যান্য ভূমি ২৭/০৫/১৯৪৬ ইং তারিখে ২৯৪৫ নং কবলামূলে হাজী আব্দুল মজিদ এর পুত্র ছালেহ আহমদ বরাবর বিক্রয় করেন। প্রদর্শনী- ৩(ক) হতে আরো দেখা যায়, উক্ত দলিল ছালেহ আহমদ এর ওয়ারীশগণ নালিশী দাগের উক্ত ৬ শতক সহ অন্যান্য জমি ১৩/০৮/১৯৯১ ইং তারিখে ৪২৬৬ নং কবলা মূলে বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। ১ নং বাদী এভাবে নালিশী দাগে খরিদ সূত্রে ৬ শতক এবং আর এস রেকর্ডী ছেওর আহমদের ওয়ারীশ ২-১১ নং বাদীরা দাগের অবশিষ্ট জমিতে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার হন মর্মে দাবি করেছেন।

(২৩) কিন্তু, বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী সার্টিফিকেট মামলার আদেশনামা, বয়নামা ও নিলাম ঘোষনাপত্র প্রদর্শনী-ট(১), ট(২) ও ট(৩) হতে দেখা যায়, নালিশী আর এস ৪২৬৮ খতিয়ানের সমুদয় ৩৭ শতক ভূমি সার্টিফিকেট কেস নং $\frac{511}{B}$ / ১৯৫২-৫৩ মূলে নীলামে ছালেহ আহমদ খরিদ করেন। নীলাম সংক্রান্ত দলিলের ৩য় পৃষ্ঠায় জোত নম্বর ৩০৫ এবং আর এস ৪২৬৮ এর সম্পূর্ন ৩৭ শতক নিলামের বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে। প্রদর্শনী- চ এবং ট(৪) ও ট(৫) হতে দেখা যায়, নীলাম খরিদ্দার ছালেহ আহমদ দখল দেওয়ানী লাভের পূর্বেই আব্দুল শুক্কুর বরাবর উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করায় উক্ত আব্দুল শুক্কুর $\frac{34}{A}$ ৫৫-৫৬ মিস ভি.পি মূলে ১২/০২/১৯৫৬ তারিখে দখল দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। প্রদর্শনী- ছ হতে দেখা যায়, উক্ত আব্দুল শুক্কুর নালিশী খতিয়ানের সমুদয় ৩৭ শতক ভূমি ০৭/০৮/৫৬ তারিখে কবলামূলে আবদুল ছোবহান এর নিকট হস্তান্তর করেন। আবদুল ছোবহান নালিশী ১১৭৮৫ দাগের ১১ শতক ভূমি ১৫/১০/৬৮ তারিখে মোহাঃ সালেহ এর নিকট হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-ঙ হতে ইহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। প্রদর্শনী- জ হতে প্রতীয়মান হয় যে, মোহাঃ সালেহ নালিশী উক্ত ১১ শতক সহ বেনালিশী সম্পত্তি বিগত ১৫/১২/১৯৮৪ ইং তারিখে ২১৭৭৬ নং দলিলমূলে ১ নং বিবাদী সিরাজুল ইসলাম খান বরাবর হস্তান্তর করেন।

(২৪) বিবাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় **প্রদর্শনী ড ও ঢ** হতে দেখা যায়, উক্ত নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান ভুল হলে, ১ নং বিবাদী বি এস খতিয়ান ভুল ঘোষনা চেয়ে অপর ৩৭৪/২০০৮ মোকদ্দমা দায়ের

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

করেন। উক্ত মামলায় বি এস রেকর্ডী আবদুছ ছোবহান এর ওয়ারীশগণ সোলেনামা প্রদান করিলে মামলাটি ০৯/০৩/২০১৪ তারিখে সোলেসূত্রে ডিক্রী হয়।

(২৫) সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাদীপক্ষ তফসিল বর্নিত নালিশী ১১ শতক ভুমি আর এস রেকর্ডীয় মালিকদের ওয়ারীশ হতে খরিদসূত্রে ও আর এস রেকর্ডী মালিকের ওয়ারীশ হিসাবে ভোগদখলকার হন মর্মে দাবি করিলেও বিবাদীপক্ষের দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় নালিশী আর এস ৪২৬৮ খতিয়ানের সমুদয় ৩৭ শতক ভুমি সার্টিফিকেট কেস নং $\frac{511}{B}$ / ১৯৫২-৫৩ মূলে নীলাম হয়। নীলাম খরিদ্দার সালেহ আহমদ উক্ত ৩৭ শতক ভুমি আব্দুশ শুক্কুর এবং পরবর্তীতে আব্দুল শুক্কুর উক্ত ভুমি আব্দুল ছোবহান এর বরাবর হস্তান্তর করেন। আবদুল ছোবহান নালিশী ১১৭৮৫ দাগের ১১ শতক ভুমি ১৫/১০/৬৮ তারিখে মোহাঃ সালেহ এর নিকট হস্তান্তর করেন। মোহাঃ সালেহ হতে নালিশী উক্ত ১১ শতক ভুমি ১ নং বিবাদী সিরাজুল ইসলাম খান খরিদ করেন।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ. ২য় আদালত,পটিয়া
চট্টগ্রাম।

(২৬) বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে নিবেদন করেন যে, বিবাদীপক্ষ কথিত নিলাম সমর্থনে সার্টিফিকেট মামলার যেসকল কাগজাদি দাখিল করেছেন সেগুলো সমস্ত ভুয়া, তঞ্চকতাপূর্ন এবং যোগসাজস উপায়ে সৃজিত। উক্ত সার্টিফিকেট মামলা দৃষ্টে নালিশী খতিয়ানের কোন জমি নিলাম হয়নি। কেননা উক্ত নিলাম দলিলে ৩০৫ নং জোতের জমি নিলাম বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। বাদীপক্ষ উক্ত দাবির সমর্থনে সার্টিফিকেট কেস নং $\frac{511}{B}$ / ১৯৫২-৫৩ এর বয়নামা , $\frac{34}{A}$ ৫৫-৫৬ মিস মামলামূলে প্রাপ্ত দখল দেওয়ানী দাখিল করেছেন যা প্রদর্শনী- ৪ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত বয়নামা ও দখল দেওয়ানী পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিবাদীপক্ষের দাবিকৃত আবুদল ছোবহান কথিত নিলাম খরিদ্দার এবং আব্দুল শুক্কুর দখল দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। জমির পরিমান একই ৩৭ শতক। মৌজা একই শিকলবাহা। উক্ত বয়নামা ও মিস মামলায় তফসিলে খতিয়ান ও তৌজি নং উল্লেখ না থাকলেও জোত নং ৩০৫ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় সার্টিফিকেট কেস নং $\frac{511}{B}$ / ১৯৫২-৫৩ এর আদেশনামার প্রদর্শনী- ট(১) Heading এ স্পষ্ঠত তৌজি নং ৩৪৬১১ উল্লেখ রয়েছে যা নালিশী আর এস খতিয়ানের তৌজি নং এর সাথে মিল রয়েছে। এছাড়া সেখানে জোত নম্বর ৩০৫ ও উল্লেখ আছে। দাখিলী বয়নামা প্রদ- ট(২) তে বর্নিত তফসিলে উক্ত ৩৭ শতক ভুমি নালিশী ৪২৬৮ নং খতিয়ানভুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়। সেখানেও শিকলবাহা মৌজার ৩০৫ নং জোত উল্লেখ রয়েছে। বাদীপক্ষ ৩০৫ নং জোত ভুমি এবং নালিশী খতিয়ানের ভুমি পৃথক দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে উক্ত জোতভুমি এবং নালিশী খতিয়ানভুক্ত ভুমি এক ও অভিন্ন। উভয়পক্ষ হতে দাখিলকৃত সার্টিফিকেট মামলার কাগজাদি হতে ইহা স্পষ্ঠ যে, নালিশী আর এস খতিয়ানভুক্ত উক্ত ৩৭ শতক ভুমি নিলামে বিক্রয় হয়েছিল, যার ফলে খতিয়ানভুক্ত কথিত রায়তগণ উক্ত ভুমি হতে নিঃস্বত্ববান হন। এরুপ নিঃস্বত্ববান রায়তদের ওয়ারীশ হিসাবে বা তাদের ওয়ারীশগনের নিকট হতে খরিদসূত্রে নালিশী দাগের ১১ শতক ভুমি বাদীপক্ষ দাবি করিলেও এরুপ দাবির কোন আইনগত ভিত্তি

অপর মামলা নং-১১৬৭ /২০২১

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

নেই। বাদীপক্ষ উক্ত ভূমিতে কোনরুপ স্বত্ব অর্জন করেননি বলে আমি বিবেচনা করি। অপরদিকে বিবাদীপক্ষের মালিকানার ধারাবাহিক বিবরণ ও দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনায় এরুপ প্রতীয়মান হয়েছে যে নালিশী ১১ শতক ভূমিতে বিবাদীপক্ষের স্বত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

(২৭) বাদীপক্ষ কথিত সার্টিফিকেট মামলার কাগজাদি, ২৯/১২/১৯৭৬ ইং তারিখের ৬৬৬০ নম্বর দলিল, ১০/০২/১৯৫৫ ইং তারিখের ৪৯৭ নং কবলা; ০৭/০৮/১৯৫৬ ইং তারিখের ৪৬৭৩ নং কবলা; ১৫/১০/১৯৬৮ তারিখের ৫৫৪২ নং কবলা; ১৫/১২/১৯৮৪ ইং তারিখের ২১৭৭৬ নং কবলা এবং অপর ৩৭৪/২০০৮ মামলার ০৯/০৩/২০১৪ তারিখের সোলে ডিক্রী যোগসাজসী, বে-আইনী ও অকার্যকর দাবি করেছেন। এছাড়া বি এস ৩৪৫ নং খতিয়ান ও বি এস নামজারি ১০০২৯ নং খতিয়ান বে-আইনী ও অকার্যকর মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু উক্ত সার্টিফিকেট মামলার কাগজ বা কথিত দলিলসূহ বা সোলেসূত্রে রায় ডিক্রী যে জাল বা যোগসাজসী তা বাদীপক্ষ নির্ভরযোগ্য কোন সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা প্রমান করতে পারেননি। যেহেতু বাদীপক্ষ হতে কথিত সার্টিফিকেট মামলার বয়নামা ও দখল দেওয়ানী (প্রদ-৪) দাখিল হয়েছে সুতরাং উক্ত সার্টিফিকেট মামলা বা তৎসংশ্লিষ্ট কাগজাদি যোগসাজসী মর্মে দাবি করার কোন যৌক্তিকতা নেই। সুতরাং উক্ত সার্টিফিকেট নীলামের পর পরবর্তী হস্তান্তরগুলো প্রশ্নবিদ্ধ করার কোন সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। যেহেতু তর্কিত কবলাসমূহ রেজিষ্টার্ড কবলা এবং অন্যকোনভাবে তর্কিত কবলা জাল মর্মে প্রমানিত হয়নি সুতরাং উহা শুদ্ধ ও সঠিক মর্মে গন্য করতে হবে। যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি দাবি করেন যে যেহেতু বাদী পক্ষ তর্কিত সার্টিফিকেট মামলার কাগজাদি বা কবলাসমূহ বা রায় ডিক্রী জাল জালিয়াতি বা যোগসাজসী মর্মে দাবি করছেন সেহেতু উহা প্রমান করার দায়িত্ব বাদীপক্ষের উপর বর্তায়।

Paper sales Ltd AIR (33) 1946 Bombay 429 মামলায় সিদ্ধান্ত এসেছে যে, Party alleging must prove. The law presumes against illegality, and the burden of proving that an illegality has taken place rest on the party who asserts so. অর্থাত যিনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন তাকেই উহা যে অবৈধ তা প্রমান করতে হবে।

মহামান্য আপীল বিভাগ **Shishir Kanti Pal and Others Vs. Nur Muhammad and Others 55 DLR (AD) 39** মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে " it was held that a registered document carries presumption of correctness of the endorsement made therein. One who disputes this presumption is required to dislodge the correctness of the endorsement ."

সুতরাং কোন রেজিস্টার্ড দলিল কে যে পক্ষ জাল মর্মে দাবি করিবে মূলত উহা যে জাল তা প্রমানের দায়িত্ব সে পক্ষের উপরই বর্তায়। বাদীপক্ষ বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় কোন একটি দলিল বা রায় ডিক্রী যে জাল জালিয়াতি বা প্রতারনার আশ্রয়ে সৃজিত হয়েছে, এমনটি দেখাতে পারেননি। সার্বিক বিবেচনায় ইহা কোন

অপর মামলা নং-১১৬৭ /২০২১

ভাবেই প্রমাণিত হয়নি যে, উক্ত সার্টিফিকেট মামলার কাগজাদি বা দাখিলীয় কবলাসূহ বা সোলে রায় ডিক্রী অথবা বি এস খতিয়ান বা নামজরি খতিয়ান জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় বিবাদীপক্ষের দাবিকৃত সকল দলিলাদি বৈধ ও সঠিক দলিল মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

(২৮) উপরিউক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় নং ৫,৬,৭,৮ ও ৯ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নং-১০ ও ১১ ঃ

" বিগত ১৩/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ কর্তৃক বাদীপক্ষ কে নালিশী জমি হতে বেদখল করা হয়েছে কিনা ? "

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 আরজি ও জবানবন্দিতে দাবি করেছেন যে ১৫/১২/২০১২ ইং তারিখে বিবাদীগণ নালিশী ১১ শতক ভুমি জোর পূর্বক দখল করে নেয়। এখন বিবেচনার বিষয় হলো বাদীপক্ষ ১৫/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পূর্বে নালিশী সম্পত্তিতে দখলে ছিলেন কিনা ? সাক্ষী P.W.1 জবানবন্দিতে ঢালাওভাবে ১৫/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ তাকে বেদখল করিয়াছে দাবি করলেও তৎসমর্থনে নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমান দাখিল করতে পারেননি। বাদীপক্ষের আনীত সাক্ষী P.W.2 জেরাতে ২০১২ সালের আগে ১০/১৫ বছর সিরাজুল হক দখলে ছিল মর্মে স্বীকার করেছেন। তিনি নালিশী ১১ শতকের অর্ধেক বিবাদী সিরাজুল ও বাকি অর্ধেক বাদী আঃ মালেক দখল করে মর্মে বলেছেন। **P.W.2 এর এরুপ বক্তব্য, নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদী সিরাজুল হকের ১৯৮৪ সনে খরিদের পর থেকে দখলে থাকার বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা দেয়।**

(২৯) P.W.1 জেরাতে দাবি করেন যে, ১৫/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিবাদী সিরাজুল ইসলাম নালিশী সম্পত্তি জোর করে দখল করার পর সেখানে ৪ টি দোকান নির্মান করে। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ নালিশী ১১ শতক ভুমি ১৯৮৪ সনে খরিদ পূর্বক সেখানে দোকানগৃহ নির্মানের দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় ১০০২৯ নং নামজারি খতিয়ান প্রদ-খ/২ হতে দেখা যায়, ১ নং বিবাদী ২০১১ সনে নালিশী জমি সংক্রান্তে নিজ নামে জমাখারিজ করেছিলেন যাহা নালিশী সম্পত্তিতে তাহার দখল বিদ্যমান থাকার বিষয়টি প্রমান করে। এছাড়া দোকানভাড়া চুক্তিপত্র প্রদ- গ(১)-গ(৪) হতে প্রতীয়মান হয় যে, ১ নং বিবাদী নালিশী জমিতে স্থিত দোকানগুলো ০১/১০/২০১১ ইং তারিখে ভাড়াটিয়াদের সাথে ভাড়াচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন যা বেদখলের দাবির তারিখের অনেক পূর্বে করেছিলেন। অর্থাত ১ নং বিবাদী নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর দাবিকৃত বেদখল তারিখের পূর্বে হতে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে ছিলেন। বিবাদীপক্ষ কৃর্তক দায়েরকৃত অপর ৩৭৪/২০০৮ মামলার রায় ডিক্রী ও আপোষনামা প্রদর্শনী- ড ও ঢ এর আলোকে এরুপ ধারনা নেওয়া যায় যে, ২০০৮ সনের দিকেও বিবাদীপক্ষ নালিশী ভুমিতে ভোগদখলকার ছিলেন।

অপর মামলা নং-১১৬৭ /২০২১

বিবাদীপক্ষের দাখিলী বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়েরী মিস ১০৬৬/২০১২ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন এঃ(২) ও আদেশ এঃ(১) পর্যালোচনা করলে নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীপক্ষের দখল সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারনা পাওয়া যায়। উক্ত মিস মামলাটি বাদীপক্ষ বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে করেছিলেন যা নথিজাত হয়। উক্ত মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ১৯/০৪/২০১২ ইং তারিখের প্রতিবেদন প্রদর্শনী- এঃ(২) তে প্রকাশমতে সেসময়ে নালিশী সম্পত্তি বিবাদী সিরাজুল ইসলামের দখলে ছিল। তার পক্ষে আম-মোক্তার নুরুল আলম দখল করতেন। এই প্রতিবেদন হতে ইহা দিনের আলোর মত পরিস্ককার যে, ১৫/১২/২০১২ ইং তারিখে বাদীপক্ষ তাকে বেদখলের যে অভিযোগ করেছেন তার কোন সত্যতা নেই। কেননা ১৯/০৪/২০১২ ইং তারিখের পুলিশ প্রতিবেদন নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদী সিরাজুল ইসলামের দখল বিদ্যমান থাকার বিষয়টি প্রমান করে।

(৩০) সার্বিক পর্যালোচনায় ১৫/১২/২০১২ ইং তারিখের পূর্ব হতে বিবাদী সিরাজুল ইসলাম নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে থাকায় উক্ত তারিখে বিবাদীপক্ষ কর্তৃক বাদীপক্ষকে বেদখল করার অভিযোগ সম্পূর্ন মিথ্যা এবং বাদীপক্ষ তা সাক্ষ্য প্রমানের মাধ্যমে প্রমান করিতে নিধারুনভাবে ব্যার্থ হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।

যেহেতু আরজীর তফসিল বর্ণিত বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় বিরোধিত দলিলসমূহ ভুয়া ও অকার্যকর দলিল নয় এবং নালিশী ভূমিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব ও দখল নেই মর্মে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, সেহেতু বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার নন মর্মে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামুলক এবং দখল পুনরুদ্ধারের ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১ নম্বর বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় খারিজ করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইফকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।